রাষ্ট্র বিজ্ঞান : ইসলামী প্রেক্ষিত

মোঃ রফিকুল ইসলাম*

আবদুল রশিদ মতিনের Political Science: An Islamic Perspective গ্রন্থের অনুবাদ। অনুবাদ: এ. কে. এম. সালেহ উদ্দিন, সম্পাদনা: এম আব্দুল আজিজ, প্রকাশক: বিআইআইটি প্রকাশকাল: এপ্রিল ২০০৮, মোট পৃষ্ঠা: ২১৬, মূল্য: ১৫০ টাকা।

ইসলাম একটি চিরন্তন ও শ্বাশত জীবন ব্যবস্থা। মানব সভ্যতার সূচনা লগ্নেই ইসলামের আবির্ভাব। যদিও ইসলামি বিধানের পরিপূর্ণতা লাভ করে সপ্তম শতকে আরব দেশে হযরত মোহাম্মদ (সা:) -এর নেতৃত্বে ইসলামি রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। মানবজাতির ব্যক্তি, পরিবার, রাষ্ট্র ও সমাজের সবধরনের সমস্যা সমাধান ও চাহিদা পূরণের মাধ্যমে একটি শান্তি ও সমৃদ্ধির সমাজ প্রতিষ্ঠায় পূর্ণ সক্ষমতার কারণেই ইসলাম একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কুরআন ও সুন্নাহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় ব্যাপক চর্চা ও প্রয়োগের ফলে সপ্তম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে মুসলমানরা অর্ধেক পৃথিবীর কর্তৃত্ব অর্জন করে এবং বিশ্ব সভ্যতায় অসামান্য অবদান রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকে ইউরোপীয় উপনিবেশিক শক্তি মুসলিম জাহান দখল করে নেয়ার ফলে মুসলমানদের অধঃপতন শুরু হয়। উপনিবেশিক শাসন ইসলামি সংস্কৃতির সর্বাত্মক ক্ষতি সাধন করে এবং মুসলিম উম্মাহকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাত-রাষ্ট্রে খন্ড-বিখন্ড করে দেয়। পরবর্তিতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতদের নেতৃত্বে স্বাধীনতা অর্জনকারী এসব মুসলিম দেশের শাসনভার চলে যায় ধর্মনিরপেক্ষ ও জাতীয়তাবাদী পুঁজিবাদে বিশ্বাসী অথবা ধর্মবিরোধী সমাজতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সামরিক ও বেসামাকি আমলাচক্রের মুঠোয়। ফলশ্রুতিতে এসব স্থানে ইসলাম ও ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসীরা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ও এর কর্ণধারদের কাছে হয়ে ওঠে সর্বাধিক ঘৃণিত ও অবাঞ্চিত এবং তাঁদেরকে অভিহিত করা হয় মৌলিবাদী, জঙ্গীবাদী 'সন্ত্রাসী' ইত্যাদি নানা অভিধায়। এমনকি ইসলামি পুণর্জাগরনে বিশ্বাসী ও উদ্যোগী দল গোষ্ঠীগুলোকে চূড়ান্তভাবে নির্মূলে সর্বশক্তি প্রয়োগ করাতেও পিছপা হচ্ছে না এসব স্বৈরাচারী শাসকবর্গ। অন্যদিকে কতিপয় একপেশে ও একদেশদর্শী অমুসলিম ও মুসলিম নামধারী পন্ডিতও নানাভাবে ইসলামের অপব্যাখ্যা প্রদান করে তত্ত্ব প্রদান করেন এবং কেউ কেউ ধর্মীয় কর্মকান্ডের বাইরে ইসলামকে প্রয়োগ না করার পরামর্শ দেন। পাশাপাশি কিছু তথাকথিত আলেম একটি ধর্ম হিসেবে ইসলামকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা থেকে দূরে রাখতে চান।

অসৎ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে ইসলাম সম্পর্কে যে বিকৃত ধারনা দেয়ার অপচেষ্টা চলছে তারই প্রেক্ষাপটে ইসলামের সঠিক ও প্রাঞ্জল উপস্থাপনের মাধ্যমে বর্তমান বিশ্বে ইসলামি অনুশাসনের বাস্তব প্রয়োজনীয়তা এবং তা বাস্তবায়নের সঠিক উপায় সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণের উপযুক্ত সময় এখনই। Political Science: An

* মোঃ রফিকুল ইসলাম, *পি.এইচ.ডি*, অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, নওগাঁ সরকারি কলেজ।

Islamic Perspective গ্রন্থটি সে উদ্দেশ্যেই প্রণীত। বইটির লেখক আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় মালয়েশিয়া এর রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ড. আব্দুল রশিদ মতিন মনে করেন, এ কাজটি করতে হবে ইসলামি আদর্শ ও জ্ঞানে সমৃদ্ধদের নিজেদের গভীর অন্তদৃষ্টি ও প্রজ্ঞা দ্বারা এবং ইসলামের মর্মবাণী, নীতিমালা, জীবন, সংস্কৃতি ও এর সুবিন্যস্ত কাঠামোর সঠিকভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে। তাই তিনি ইসলামি চিন্তাবিদদের ধারণা দর্শনের উপর আলাদাভাবে আলোচনা না করে এ গ্রন্থে ইসলামের বিভিন্ন দিকের উপর বিষয় ভিত্তিক আলোচনার প্রয়াস পান। বুদ্ধিবৃত্তিক ও ঐতিহাসিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে ইজতিহাদের মাধ্যমে ইসলাম ও রাজনীতির সম্পর্কসূত্র, ইসলামের প্রয়োগ পদ্ধতির উপকরণসমূহ, ইসলামি আইনের ধরন ও প্রকার, ইসলামি সমাজ ব্যবস্থার স্বরূপ, ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা এবং বর্তমান বিশ্বে পরিচালিত ইসলামি আন্দোলনসমূহের কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা এ গ্রন্থে করা হয়েছে। এ দিক থেকে গ্রন্থটিতে অন্যান্য যে কোন গ্রন্থের গতানুগতিক ধারার উপস্থাপন পদ্ধতির পরিবর্তে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রকৃতি অনুযায়ী এ গ্রন্থে গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি নির্বাচন করা হয়েছে। ইসলামের বিভিন্ন মৌলিক বিষয়ের উপর ধারণা দর্শন সঠিকভাবে উপলব্ধির জন্য বিচার-বিশ্লেষণে ইসলামের দু'টি মৌলিক উৎস-কোরআন ও সুন্নাহর উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। আলোচনার শুরু হতেই ঐতিহাসিক ধারাক্রম পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করে আল-কুরআন ও সুন্নাহর বাস্তবায়নে কতটুকু বিচ্যুতি ঘটেছে তা তুলে ধরা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে জাগতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় বিষয় আলোচনায় খোলাফায়ে রাশেদার যুগকে আদর্শ হিসেবে ধরে নেয়া হয়েছে। আব্বাসীয় আমল থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ইসলামি রাজনীতি, দর্শন ও আইনশাস্ত্রীয় যেসব লিখা বা আলোচনা আবর্তিত হয়েছে তা ঐতিহাসিক ধারাক্রম ও ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরা হয়েছে এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার সময় পাশ্চাত্যের সমধর্মী ধারনাসমূহকে চিহ্নিত করে তা ইসলামি ধার-ণার সাথে তুলনা করত: ইসলাম প্রকৃত প্রস্তাবে কি বোঝাতে চায় ও কিভাবে বাস্তবায়ন করতে চায় তার চিত্র অংকন করা হয়েছে গ্রন্থটিতে।

লেখক সম্পূর্ণ গ্রন্থটি মোট আটটি অধ্যায়ে ভাগ করে উপস্থাপন করেছেন এবং অধ্যায়সমূহের বাইরে একটি নির্ঘন্টক বা পরিভাষা এবং একটি ইসলামি রাষ্ট্রের কাঠামো, ইসলামি শাসনতন্ত্রের মডেল ও মুসলিম বিশ্বের চিত্র নামে তিনটি concrete পরিশিষ্ট সংযোজন করেছেন যা ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্রের উপরিকাঠামো অনুধাবনে অত্যন্ত সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হবে।

প্রথম অধ্যায়ে মুসলিম বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের উৎপত্তি, প্রকার এবং মুসলিম সমাজে এর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক চিন্তাধারার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটনের চেষ্টা করা হয়েছে। ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ইসলামি রাজনীতি যে অবিভাজ্য তা ইসলামের কতিপয় আনুষ্ঠানিক আচার-পদ্ধতির আর্থ-সামাজিক তাৎপর্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে পাশ্চাত্য রাজনীতির সাথে ইসলামি রাজনীতির বৈশাদৃস্য তুলে ধরা হয়েছে। এখানে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রয়োগ পদ্ধতি প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক সূত্রাবলীর ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামে রাজনীতির ভিত্তি হিসেবে ঐশী প্রত্যাদেশ ও যুক্তি বোধকে দ্বৈত উৎস হিসেবে নেয়া হয়েছে।

এ অনুসিদ্ধান্তে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামি মূল্যবোধের সার্বজনীনতা দ্বারা ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোর মধ্যে একটি স্বতন্ত্র ও নিজস্ব ইসলামি রাষ্ট্রবিজ্ঞান রচনা করা সম্ভব।

চতুর্থ অধ্যায়ে ইসলামের আইনগত রূপ 'শরীয়াহ' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে এটি যে প্রকৃতপক্ষে একটি সার্বভৌম আইন তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। শরীয়াহ আইনের অন্যতম উপাদান ইজতিহাদ বা গবেষণাকে সঠিক মর্যাদা দানের জন্য সমাজের নৈতিক ও বস্তুগত সংস্কার সাধনের সুপারিশ করা হয়েছে এ পর্যায়ে।

পঞ্চম অধ্যায়ে 'উম্মাহ: ইসলামি সমাজ ব্যবস্থা' নামকরণে বিশ্বব্যবস্থায় উম্মাহর রাজনৈতিক ভুমিকা কি এবং ইসলামি সমাজের অর্ন্তগঠনশৈলী কিরূপ তা আলোচনা করা হয়েছে এবং উম্মাহর ধারণার সাথে জাতীয়তাবাদের ধারনার তুলনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন ধারনা দর্শনের বিষয়টি এবং ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সাথে গণতন্ত্রের মিল-অমিল বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিমূল রচনা করার লক্ষ্যে আল্লাহর একত্ব, ন্যায়বিচার, সমতা ও স্বাধীনতা এবং পারস্পরিক আলোচনা বা শূরা গঠন এবং এসবের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে ইসলামি রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিবেচনার স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা হিসেবে শাসকের জবাবদিহিতার প্রশ্নটি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এখানে শাসকের আদেশের বৈধতার নীতিমালা, শাসকের শরীয়াহর নীতির প্রতি আনুগত্য ও সংহতি, বড় ধরনের অবহেলা ও অসাদাচারনের ক্ষেত্রে শাসকের বিরুদ্ধে গ্রহণীয় পদ্ধতিমালা আলোচনা করা হয়েছে।

শেষ অধ্যায়ে মুসলিম বিশ্বের পুনর্জাগরণ ও চলমান ইসলামি আন্দোলনসমূহের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এসব আন্দোলনসমূহ বহুত্বের মাঝে একত্বকে নির্দেশ করে এবং ঐশী একত্বের পতাকাকে সমুন্নত রাখতে চেষ্টা করে।

গ্রন্থটি ব্যাপক অর্থে কোন বিস্তারিত পাঠ্যপুস্তক নয়। কিংবা সাধারণ কোন বিষয় ভিত্তিক ধারাবাহিক আলোচনাও নয়; বরং ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা এবং তার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানসমূহ উপস্থাপনের একটি ভিত্তি রচনার চেষ্টা করা হয়েছে এটিতে। আর তা সম্পন্ন করতে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত অগণিত মুসলিম ও অমুসলিম মনীষী ও পন্ডিতগণের রচিত শত শত পুস্তকের গবেষণাসম্বলিত উদ্ধৃতি সংযোজন করা হয়েছে বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ে। তবে বইটির বর্তমান বাংলা অনুবাদ অনেকক্ষেত্রে কিছুটা কঠিন শব্দ চয়ন করায় সাধারণ শ্রেণীর পাঠকদের কঠিন হতে পারে।

এছাড়া গ্রন্থটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আরও অনেক বিষয় নিয়ে ইসলামি প্রেক্ষিতে আলোচনার অবকাশ ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। তথাপি একথা বলা যায় যে, নতুন আঙ্গিকে রচিত তথ্যবহুল এ গ্রন্থটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, গবেষক, রাজনীতিবীদসহ সমাজের কল্যাণকামী যে কোন শ্রেণী পেশার মানুষের কৌতুহল মেটাতে সক্ষম হবে। বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।